

## যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে

আমরা বলি - এটা বিজ্ঞানের যুগ। মনে করি - আমরা খুব যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। সেকেলে লোকেদের সব “অন্ধবিশ্বাস” আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। যা কিছু আধুনিক, সব বরণ করেছি। এ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। ফল খুব ভাল হয় নি। তাই একটু ভেবে দেখা দরকার - ঠিক পথে এগোচ্ছি তো? আমরা কি সত্যিই যুক্তি দিয়ে বিচার করে চলি? আধুনিক বিজ্ঞানের খবর কিছু রাখি? যা আধুনিক তার সবই বরণীয়, আর যা কিছু অতীতের, তার সব ত্যজ্য কি? অতীতের মহৎ ভাবগুলো ছেড়েছি, কিন্তু ধর্মের “প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়” বা জ্যোতিষীর আশ্রয় নিয়ে পাথর পরা ছেড়েছি কি?

যুক্তি দিয়ে বিচার করাটা শেখা দরকার। স্বচ্ছ চিন্তার একটি হাতিয়ার যুক্তি, আর একটি অনুভূতি। এই দুটির সাহায্যে আমরা খণ্ড খণ্ড যত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক ও পারস্পর্য খুঁজে পাই। এলোমেলো খণ্ড খণ্ড যত কিছু জেনেছি, মনের মধ্যে সেগুলোকে মিলিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এক একটা সুসংহত ধারণা গড়ে তুলতে পারি প্রতিটি বিষয়ে। ক্রমে একটা সামগ্রিক বোধ গড়ে ওঠে, যার আলোয় জীবনের সব কিছুকে ঠিকভাবে দেখা যায়। প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মূল্য একনজরে ধরা পড়ে। প্রতিটি প্রসঙ্গকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাওয়ায় দৃষ্টি প্রসারিত হয়, একপেশে মনোভাব দূর হয়ে উদারতা আসে।

এজন্য প্রথম থেকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখা দরকার। সাধারণতঃ সমাজ ও পরিবারের অনেককালের বদ্ধমূল ধারণাগুলো ছেলেবেলা থেকে আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বড় হতে হতে নিজেরাও অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ, অহঙ্কার, একপেশে ভাব প্রভৃতির বশ হয়ে অনেক ভুল চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজেকে প্রশ্ন করি না, পরখ করে দেখি না - আপনা থেকে যেমন চলছে তাই চলতে থাকে। সচেতন প্রয়াস ও আত্মসমীক্ষা না থাকায় চিন্তাভাবনাগুলো এলোমেলো আর অপরিণত থেকে যায় চিরকাল।

স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে ওঠার আর একটা বড় বাধা হল আপস। জীবনের সবক্ষেত্রে আমরা অনেকে সবার মন যুগিয়ে চলতে চাই। যা সত্য বলে বুঝেছি, তাই নিয়েই চলব, সেটিই বলব - তাতে অন্যে সন্তুষ্ট হোক বা না হোক - এই নিভীক সত্যনিষ্ঠা ছাড়া যথার্থ যুক্তিবাদী হওয়া যায় না। অবশ্য স্পষ্টবাদিতার উদ্দেশ্যে অন্যকে আঘাত করা নয়, পরন্তু সত্য ও কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ। আসল কথা হল, যা ঠিক বলে বুঝেছি, তা জীবনে গ্রহণ করার প্রয়াস যদি না থাকে, তবে সে বোঝা নিরর্থক। প্রযত্নহীন ব্যক্তি বৃথা তর্ক করে নিজেকে জাহির করতে পারে; তাতে শুধু শক্তির অপচয় হবে, আর কিছু হবে না।

নিজের ও সকলের ভালর জন্য সমস্ত বিষয়ে ঠিক ধারণা গড়ে তোলা ও সেই মত চলার উদ্দেশ্যে যদি খোলা মনে যুক্তি দিয়ে বিচার করি, আমরা অবশ্যই সফল হব। সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করতে শিখলেই দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যার সহজ ও কার্যকর সমাধান পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ছোট ছোট বইগুলো ও পরে ক্রমশঃ বড় বইগুলো পড়লে এ বিষয়ে খুব উপকার পাব। এর সঙ্গে চাই - মনকে দেখতে শেখা, তাকে কিছুটা অন্ততঃ শান্ত, নিয়ন্ত্রিত ও একাগ্র করতে পারা। কারণ যে মন দিয়ে ভাবব, বিচার-বিশ্লেষণ করব, যুক্তির ব্যবহার করব, সেই মন যদি উজ্জ্বল, ধীর ও একাগ্র না হয়, তা হলে বিচারগুলো ঠিক হবে না। যন্ত্র খারাপ থাকলে যেমন তা দিয়ে ভাল জিনিস তৈরী করা যায় না। তাই জীবন গড়া ও চরিত্রগঠন বলতে যা বোঝায়, তা বাদ দিয়ে ঠিক ঠিক যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রয়োগবাদী হওয়া সম্ভব নয়।

যুক্তি-বিচার যেমন আমাদের নানান বিষয় বোঝার জন্য দরকার, তেমনি আবার অতিরিক্ত যুক্তি-বিচার মনকে শুকনো করে উষর ভূমিতে পরিণত করতে পারে। ঠিক লক্ষ্য ও তাতে পৌঁছানোর পথ চেনা হয়ে গেলে যুক্তি-বিচারের আসল কাজটি মিটল। তখন আর খুব বেশী বিচারের প্রয়োজন হয় না। তখন আসল কাজ হল ভাল অভ্যাসের মাধ্যমে ঠিক দিকে মনকে চালিত করা। ভাল-মন্দের বিচারটা

অবশ্য সর্বদাই থাকবে । সাধারণভাবে একে বিবেক বলা যেতে পারে । সেইসঙ্গে ভাবাবেগেরও একটা মস্ত ভূমিকা আছে জীবনে ও জীবনগঠনে । তবে সেটা সুবুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ - স্বার্থবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত চিন্তাদৌর্বল্যকারক ভাবাবেগ নয়। আমরা যান্ত্রিক হতে চাই না, সকলকে ভালবাসতে চাই, সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করতে চাই । বুদ্ধির প্রয়োগে যুক্তি-বিচার সে ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক পথটা চিনিয়ে দেবে, কিন্তু সে পথে এগিয়ে দেবে না । সবার প্রতি যেটুকু নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমার ভেতরে জেগেছে, সত্য আদর্শের প্রতি যে আন্তরিক টানটুকু আমি অনুভব করি, সেটিই আমায় এগোবার শক্তি যোগাবে ।

এটিও মনে রাখা দরকার : যুক্তি-বিচারের কাজের ক্ষেত্রটিও সীমিত, সার্বিক নয় । ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আমরা জগৎটাকে যেটুকু চিনি, সেই চেনা রাজ্যের গভীর ভেতরেই যুক্তি-বিচারের কার্যকারিতা। সত্য কিন্তু সেইটুকুই নয় । পরিশীলিত উন্নত যুক্তি উচ্চতর সত্যের দিকে যেন আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করতে পারে, তার বেশী নয় । তাই জ্ঞানলাভের উপায় হিসাবে যুক্তিবাদ শেষ কথা নয়, প্রথম পদক্ষেপ । যথার্থ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের উচ্চতর সত্যের দিকে নিয়ে যায় । আইনস্টাইন এইজন্য আধ্যাত্মিকতাবিহীন বিজ্ঞানকে খোঁড়া বলেছেন । যথার্থ আধ্যাত্মিকতা মানে নিঃস্বার্থতা, সবার সঙ্গে পূর্ণ ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । যুক্তি-বিচার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে মানুষ এই যথার্থ আধ্যাত্মিকতা ভুলে তথাকথিত ধর্মের “প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়“ আশ্রয় করে । তাই আইনস্টাইনের মতে - বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে আধ্যাত্মিকতা অন্ধতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় ।

স্বামী বিবেকানন্দ খুব ছোটবেলা থেকেই বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী ছিলেন । যৌবনে বন্ধুমহলে এজন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও সকল শাস্ত্রের শিক্ষাকে তিনি যুক্তির কণ্ঠিপাথরে যাচাই করে দেখেছেন । বলেছেন, বেদের যতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য, ততটুকুই আমি গ্রহণ করি । সমগ্র ভারতীয় জাতিকে ও পৃথিবীর অধ্যাত্মচিন্তাকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলার জন্য তাঁর শিক্ষাই যথেষ্ট । যুক্তি দিয়ে যতদূর এগোন যায় তিনি এগিয়েছেন, কিন্তু তার গভীরে বাধা পড়েন নি । যুক্তি-বিচারের সীমাবদ্ধতা যুবক নরেন্দ্রের সত্যপিপাসু মনকে বাধাবিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল - যার পরিণতি তাঁর যুক্তি-বিচারের রাজ্য পেরিয়ে সত্যোপলব্ধিতে আর “সর্বভূতে সেই প্রেমময়“ দর্শনে ।